

সালাতের পরিচয়

‘সালাত’ আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হলো:

الصلاة أي الدعاء والرحمة والإستغفار

দোয়া করা, ক্ষমা প্রার্থনা করা, দরুদ পাঠ করা, রহমত, ইত্যাদি। লিসানুল আরব/ আল-কামুসুল মুহীত্ব, পৃ. ১৬৮১

সালাতের পারিভাষিক সংজ্ঞা:

وفى الشرع أقوال وأفعال تفتيح بالتكبير وتختتم بالتسليم بشرائط مخصوصة

‘কিছু পাঠ ও কিছু কাজ এর সমন্বয়ে বিশেষ একটি ইবাদত; যা [রুকু-সিজদা সহকারে] নির্ধারিত শর্তাবলীর সাথে আদায় করা হয়, যা তাকবীরে তাহরীমা দিয়ে শুরু করত; সালামের মাধ্যমে শেষ করা হয়, তাকে সালাত বলা হয়।’ আল-ফিকহুল মুয়াস্সার ৯৯

কালেমায়ে শাহাদাতের পর ইসলামের অন্যতম দ্বিতীয় রুকন সালাত। এটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা সংঘটিত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। সালাত ফরয হওয়া কুরআন, সুন্নাহ ও মুসলমানদের ইজমা (বা ঐকমত্য) দ্বারা প্রমাণিত; এ জন্য কোন মুসলিম যদি পাঁচ ওয়াক্ত বা কোন এক ওয়াক্ত সালাত ফরয হওয়াকে অস্বীকার করে, তবে সে কাফের (মুরতাদ) হয়ে ইসলাম থেকে বহিস্কৃত হিসাবে বিবেচিত।

কুরআন ও হাদীসে সালাত

পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের কথা কুরআন মাজীদে আরো আয়াতে আছে।

□ ফজর, মাগরীব, এশা।

আল্লাহ তায়ালা তাআলা বলেন,

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ

আর দিনের দুই প্রান্তেই সালাত আদায় করবে এবং রাতের প্রান্তভাগে। পূর্ণ কাজ অবশ্যই পাপ দূর করে দেয়, যারা স্মরণ রাখে তাদের জন্য এটি এক মহা স্মারক।” সূরা হুদ- ১১৪

□ মাগরীব, এশা।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

সূর্য ঢলে পড়ার সময় থেকে রাত্রির অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম করুন এবং ফজরের কোরআন পাঠও। নিশ্চয় ফজরের কোরআন পাঠ মুখোমুখি হয়।” বনী ইসরাঈল. ৭৮

□ ফজর, জহর, আসর, মাগরীব, এশা।

সূরা রুমে আল্লাহ তাআলা বলেন-

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَ حِينَ تُصْبِحُونَ، وَ لَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ عَشِيًّا وَ حِينَ تُظْهِرُونَ.

আয়াতের তরজমা এই- তোমরা আল্লাহর তাসবীহতে রত থাক যখন তোমরা সন্ধ্যায় উপনীত হও এবং যখন তোমরা ভোরের সম্মুখীন হও। এবং তাঁরই প্রশংসা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে। বিকেল বেলায় (তাঁর তাসবীহতে রত হও) এবং যোহরের সময়। -সূরা রুম (৩০) : ১৭-১৮

আমরা এখানে মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক থেকে সনদসহ উল্লেখ করছি-

عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ: خَاصَمَ نَافِعُ بْنُ الْأَزْرَقِ ابْنَ الْعَبَّاسِ، فَقَالَ: هَلْ تَجِدُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِي الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْهِ: فَسُبْحَنَ اللَّهُ حِينَ تُمْسُونَ وَ حِينَ تُصْبِحُونَ: الْمَغْرِبُ وَالْفَجْرُ، وَ عَشِيًّا: الْعَصْرُ، وَ حِينَ تُظْهِرُونَ: الظُّهْرُ، قَالَ: وَ مِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ.

অর্থাৎ নাফে‘ ইবনে আবরাক নামক এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-কে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি কুরআনে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের কথা পেয়েছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এরপর তিলাওয়াত করলেন, فَسُبْحَنَ اللَّهُ حِينَ تُمْسُونَ وَ حِينَ تُصْبِحُونَ (অর্থাৎ) মাগরিব ও ফজর, ‘و عَشِيًّا’ আসর, ‘وَ حِينَ تُظْهِرُونَ’ যোহর।...

-মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, খ. ১, পৃ. ৪৫৪, হাদীস ১৭৭২

এ-ও حِينَ تُصْبِحُونَ এ-মাগরিব ও এশা, حِينَ تُمْسُونَ অতএব এখানে আমরা পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের বিবরণ পেলাম।
এ-ও حِينَ تُظْهِرُونَ এ-যোহর- এই মোট পাঁচ ওয়াক্ত।
ফজর, عَشِيًّا এ-আসর এবং

□ ফজর, আসর, এশা।

সূরা রুমের আয়াতের অনুরূপ আয়াত আছে সূরা ত্ব-হায়। আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন-

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوبِهَا وَ مِنْ أَنَايَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَ اطَّرَافِ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ.

সুতরাং (হে নবী!) তারা যেসব কথা বলে, তাতে সবর করুন। আর সূর্যোদয়ের আগে ও সূর্যাস্তের আগে নিজ প্রতিপালকের তাসবীহ ও হামদে রত থাকুন। রাতের মুহূর্তগুলোতেও তাসবীহতে রত থাকুন এবং দিনের প্রান্তসমূহেও, যাতে আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যান। -সূরা ত্ব-হা (২০) : ১৩০

হাদীসে সালাত

ক. রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَىٰ خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

“ইসলাম পাঁচটি জিনিসের ওপর প্রতিষ্ঠিত: আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সা. আল্লাহর রাসূল -এর সাক্ষ্য দেওয়া, সালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান করা, সাওম পালন করা এবং বাইতুল্লাহ-এর হজ্ব করা” সহীহ বুখারী, ০৮; সহীহ মুসলিম, ১৬

খ. তালহা ইবনে ‘উবাইদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, নাজ্দের বাসিন্দা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর খিদমতে আসলো। তার মাথার চুলগুলো ছিল এলোমেলো ও বিক্ষিপ্ত। আমরা তার গুন গুন আওয়াজ শুনছিলাম কিন্তু সে কী বলছিল তা বুঝা যাচ্ছিলো না। অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অতি নিকটে এসে ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল।

خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ "فَقَالَ هَلْ عَلَى غَيْرُهُنَّ قَالَ " لَا إِلَّا أَنْ تَطُوعَ "فَقَالَ هَلْ عَلَى غَيْرِهِ فَقَالَ " لَا إِلَّا أَنْ تَطُوعَ

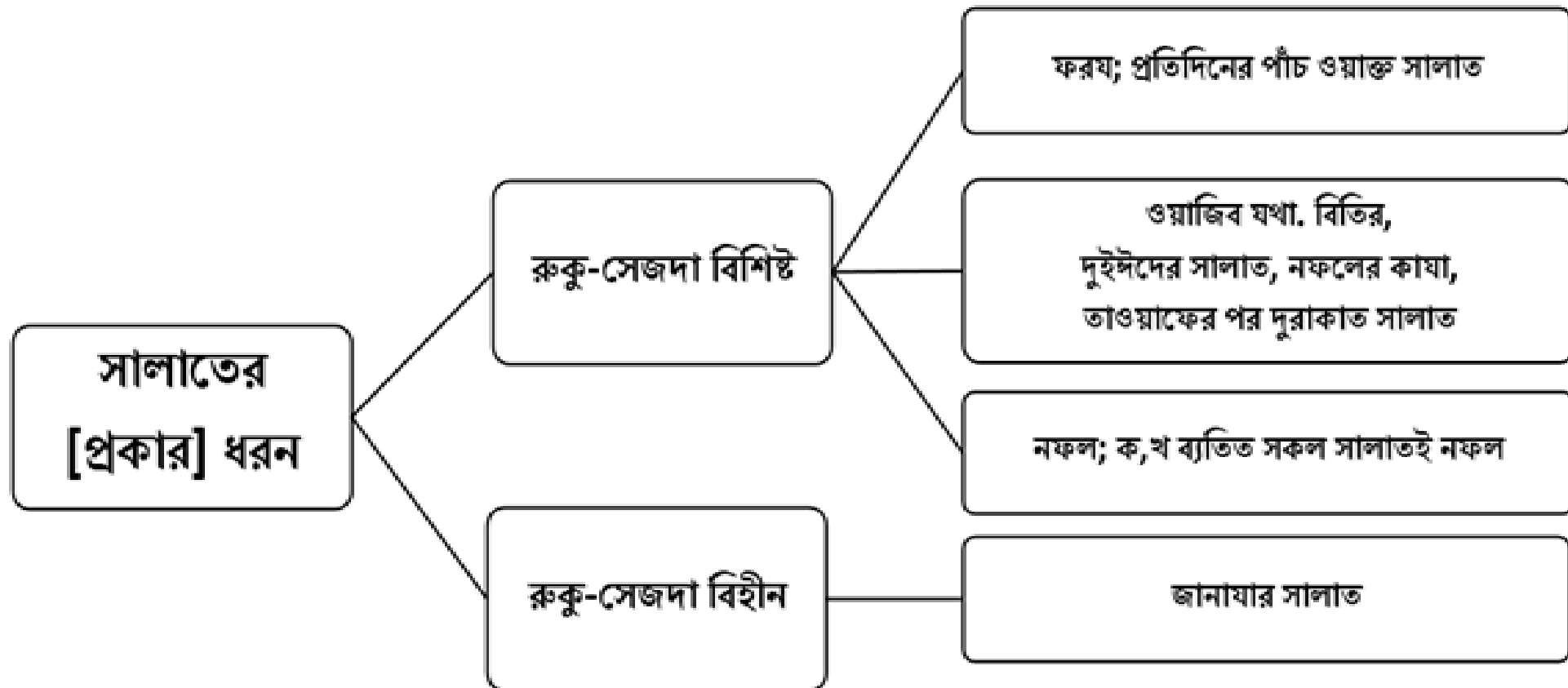
“রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেনঃ ‘দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত’সে বলল, এ ছাড়া আমার কোন কিছু (সালাত) আছে কি? তিনি বললেন, না তবে নফল আদায় করতে পারা।” সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-৪

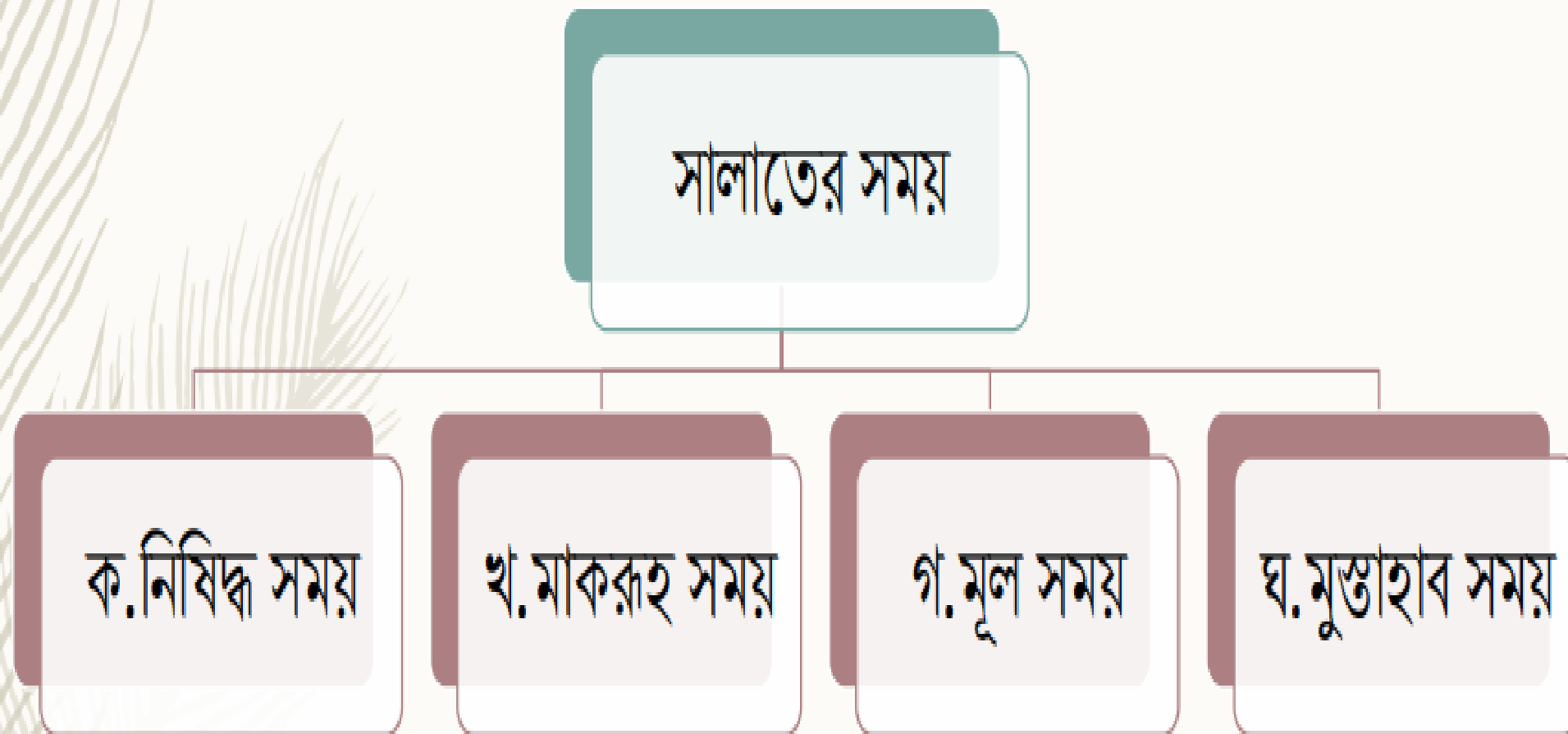
গ. সালাত হচ্ছে পবিত্রতা অর্জন এবং পাপ মোচনের নদী: আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন,

أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ؟» قَالُوا: لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ، قَالَ فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَ الْخَطَايَا

“মনে কর তোমাদের কারো দরজার সামনে যদি একটি নদী থাকে, এতে সে দৈনিক পাঁচবার গোসল করে তাহলে তার শরীরে কোনো ময়লা থাকতে পারে কি? তারা বললেন: জি না, তার শরীরে কোনো ময়লা থাকতে পারে না। তিনি বললেন: এমনিভাবে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের উদাহরণ, এর দ্বারা আল্লাহ সকল পাপ মোচন করে দেন।” সহীহ বুখারী, ৫২৮; সহীহ মুসলিম, ৬৬৭

সালাতের প্রকার





ক. সালাতের নিষিদ্ধ সময়



তিন সময়ে সালাত পড়া নিষেধ হওয়ার বিষয়ে সমস্ত ইমামদের ঐক্যমত রয়েছে।

উকবা বিন আমের জুহানী রাযি. বলেন,

ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا : حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ
بَارِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَضَيِّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى
تَغْرُبَ

“তিনটি সময়ে রাসূল সা. আমাদেরকে সালাত পড়তে এবং মৃতের দাফন করতে নিষেধ করতেন। সূর্য উদয়ের সময়; যতোক্ষণ না তা পুরোপুরি উঁচু হয়ে যায়। সূর্য মধ্যাকাশে অবস্থানের সময় থেকে নিয়ে তা পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়া পর্যন্ত। আর যখন সূর্য অস্ত যায়।” সহীহ মুসলিম-১৩৭৩